মায়ের হাসি ক্লিনিক ম্যানেজার স্বাধীনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় জামিন পেয়েছেন সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, তার ছেলে মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনসহ ৬ জন।

পলাতক থাকায় সাবেক মেয়রের ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।মামলার বাকি আসামীরা হলেন- প্রকৌশলী তোহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক ব্রো, শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি।

গতকাল বৃহস্পতিবার খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক কনিকা বিশ্বাস এ আদেশ আদেনর। এর আগে ২৯ আগষ্ট একই আদালতে মামলা দায়ের করেন সাংবাদিক মাহবুব চান্দু। মামলাটি আদালত আমলে নিয়ে কুষ্টিয়া পিবিআইকে তদেন্তর নির্দেশ দেন। পিবিআই তদন্ত শেষে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে পিবিআই মামলার অন্যতম আসামি মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনকে বাদ দিয়ে প্রতিবেদন জমা দিলেও আদালত মামলার গুরত্ক বিবেচনায় ৭ আসামিকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন জারি করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ৭ আসামির মধ্যে ৬ জন হাজির হয়ে জামিন আবদেন করলে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। বাকি একজন পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এবং আগামী ১৯ মে মামলার চার্জ গঠনের দিন ধার্য করেন আদালত।

মামলায় বাদীপক্ষে খুলনা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কে এম ইকবাল হোসেন ও সদস্য মিঠু চন্দ্র বসাক এবং আসামীদের পক্ষে আব্দুন নুর তুষার আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে গতবছরের ১ আগস্ট মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তরিকুল ইসলামের আদালতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু। ঐদিনই কুষ্টিয়া পিবিআই কে তদন্ত দেয় আদালত। মামলার ১৫দিন পর জুডিশিয়াল কোর্ট থেকে বাদীর আইনজীবীকে বলা হয় মামলাটি এখানে নেয়া ঠিক

ইত্যাদি মানহানি কর কথা লিখেছেন। সে আরো বলে জেল খেটে দেশে ফিরে এখন বড় সাংবাদিক হয়েছে”। আসামী সৌমিক ব্রো কমেন্টস করে বলেছেন, “আমি থাকলে শালাকে ওন স্পট হিট করে তোর ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে রাখতাম”।

আসামী শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি মিথ্যা বিষয়কে শেয়ার করে লাইক দিয়ে অপপ্রচারে সহায়তা করেছে। আসামীরা একই বিষয় একাধিকবার সোসাল মিডিয়ায় প্রচার করে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে ভাইরাল করেছে।

আসামী মেহেরাব হোসেন অপি একটি অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজ ডটকম পোর্টালের ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মিথ্যা অভিযোগটি লাইভ প্রকাশ করে এবং নিজ আইডিতেও শেয়ার করে ভাইরাল করে। আসামীদের মিথ্যা অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিক গোষ্টীর পথ রুদ্ধ করেছে বলে বাদী অভিযোগ করেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধন করে।

সাংবাদিক কাজী সোহাগকে পুলিশের তলবের ঘটনায় ডিআরইউর নিন্দা

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) স্থায়ী সদস্য কাজী মুহা. আফিফুজ্জামানকে (কাজী সোহাগ) সংবাদ প্রকাশের জেরে তলবের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে ডিআরইউ।

গতকাল মঙ্গলবার (০২ এপ্রিল) ডিআরইউ সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো.

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সম্মানে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমেরিকা প্রবাসি ও ঐশিকা সংস্থার প্রেসিডেন্ট এম.এ মান্নান রতন জমিদারের সৌজন্যে আজ বুধবার এ ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলামের আজমের উপস্থাপনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি জামদসিদুল হক মুনি,সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সহকারি অধ্যাপক শেখ শফিউজ্জামান,সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বশিরুল আলম প্রমুখ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক শাহাবুল হক, তানভীর সোহেল সাংগঠনিক সম্পাদক কাইরুল মামুন, কোষাধ্যক্ষ সাজেদুল হক মনি, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আতিক বিশ্বাস, ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক গোলাম রহমান, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক ফাইম ফয়সাল, প্রচার সম্পাদক জাফর জুয়েল, সহ প্রচার সম্পাদক হাসিবুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য নাসির উদ্দিন, রানা আহম্মেদ, লাল্টু রহমান প্রমুখ।

ইফতার মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসক্লাবের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বশিরুল আলম।

জীবননগরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হামলার শিকার ৩ সাংবাদিক, গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুরে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় প্রধান আসামি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আব্দুর রশিদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার তাঁকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম জাবীদ হাসান।

তিনি বলেন, সাংবাদিকের ওপর হামলায় ঘটনায় মো. মিঠুন থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিল। পরে সেটি মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযান চালিয়ে মামলার এক নম্বর আসামি আব্দুর রশিদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মাই টিভি ও সময়ের সমীকরণের প্রতিনিধি মো. মিঠুন বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার একটি গোপন সূত্রে জানতে পারি, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও মৃত ফকির চাঁদের ছেলে আব্দুর রশিদ দীর্ঘদিন যাবত গোপনে কৌশল অবলম্বন করে অন্য মানুষের ভুয়া নাম ব্যবহার করে টিসিবির কার্ড তৈরি করে টিসিবির পণ্য আত্মসাৎ করছেন। তিনি সম্প্রতি বেশ কয়েকজনের টিসিবির পণ্য তুলে বাড়ি নিয়ে গেছেন। এমন সংবাদ পেয়ে আমি, সাংবাদিক এআর ডাবলু ও তুহিন তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে গিয়েছিলাম।

জিজ্ঞাসার একপর্যায়ে আব্দুর রশিদের স্ত্রী বলেন, তার স্বামী টিসিবির পণ্য রান্না ঘরে এনে রেখেছন। আমরা সেখানে টিসিবির দুই বস্তা চাল আর কিছু টিসিবির তেল দেখতে পাই। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ইউপি সদস্য আব্দুর ক্ষিপ্ত হয়ে গালাগালি করতে থাকেন। একপর্যায়ে আব্দুর রশিদ (৪২) তার ভাই তরিকুল ইসলাম তরির (৪৬) নেতৃত্বে আব্দুর রশিদের ছেলে আমির হামজা অঙ্কন (২৫), মৃত মাহাতাব উদ্দিনের ছেলে মো. হাসিবুর রহমান সুমনসহ (৩০) আরও ৪/৫ জন আমাদের ওপর হামলা করেন। এসময় আমাদের কাছ থেকে ক্যামেরা ভাঙচুর করে। পরে আমি জীবননগর থানায় একটি মামলা দায়ের করলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১নং আসামিকে আটক করেছে তবে এ ঘটনার আমি সুষ্ঠ বিচার চাই। এদিকে

শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ আব্দুর রশিদ মেম্বারের বাড়িতে সরেজমিনে তদন্ত করেন।

জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু ও জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু জীবননগরে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনার সাথে জড়িত ইউপি সদস্য আঃ রশি কে আটক করায় জীবননগর সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জীবননগর থানা পুলিশকে সাধুবাদ জানান।

সংকুচিত হচ্ছে সাংবাদিকতা ?

মফস্বল শহরে আমার সাংবাদিকতা প্রায় ২৮ বছর। এসসসি পাশের গন্ডি পেরিয়ে একাদশ শ্রেনীতে পড়াকালীন সময়ে কুষ্টিয়া জেলা শহর থেকে প্রকাশিত একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা দিয়ে আমার হাতে খড়ি হয়েছিল। এরপর বেশ কয়েটি জাতীয় দৈনিক, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও পরে অনলাইন মিডিয়া। মুলত প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন সবগুলো মিডিয়াতে কাজ করার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এর মধ্যে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত এ অঞ্চলের বহুল প্রচারিত দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক ও গাংনী থেকে প্রকাশিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকাতে নির্বাহী সম্পাদক হিসেবেও কাজ করার সুযোগ হয়েছে।
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা আমাকে অনেকটাই গ্রাস করে ফেলেছে বলা যেতে পারে। যাই হোক, সংবাদপত্র, সাংবাদিক পাঠক, রাজনীতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা নানাবিধ বিষয় নিয়ে আজকে দু একটি কথা লিখবো বলেই কম্পিউটার নিয়ে বসা। একজন সাংবাদিক তার দৈনন্দিন কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত হাজারও পাঠকের বিচারের মুখোমুখি হতে হয়। একজন পাঠক একজন সচেতন সাংবাদিকের কাছে সব সময় বিচারকের আসনে থাকেন। অর্থাত একজন সাংবাদিকদের প্রতিনিয়ত বিচারকের মুখোমুখি হয়ে থাকেন।

বিভিন্ন ঘটনাবলী, বিষয়, ধারণা, মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি ও পরিবেশন, যা উক্ত দিনের প্রধান সংবাদ এবং তা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। এই পেশায় শব্দটি দিয়ে তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও সাহিত্যিক উপায় অবলম্বনকেই

সাংবাদিকতা বোঝায়।

সাংবাদিকতা একটি মহৎ পেশা। সংবাদপত্রকে রাস্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভবলা হয়ে থাকে। সাংবাদিকদের দেশ ও জাতির বিবেক,সমাজের আয়না, দর্পণ, বিবেক, তৃতীয় চোখ নানাভাবে বিশেষায়িত করে থাকেন। সাংবাদিকতা পেশা মহৎ ও সম্মানজনক হলেও এটি এখন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

একজন “কলম সৈনিক” সাংবাদিকতা ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও পেশাগত দায়িত্ব পালন করে যান। দেশ ও মানবতার কল্যাণে কাজ করতেই সমাজের সকল বিষয়ে জাতির কাছে তুলে ধরতে সাংবাদিকরা কাজ করে থাকেন।

সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেও কারো মনজয় করতে পারেন না, ছোট একটি ভুল করলেই সাংবাদিকদের উপর হামলা, মামলা করা হয়, এমনকি সাংবাদিককে হত্যার শিকার হতে হয়।
রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতা, তাদের ক্যাডার, সন্ত্রাসী ও দূর্বৃত্তদের হামলা শিকার হন হরহামেশাই। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরও রোশানলে পড়তে হয় মাঝে মাঝে।

সাংবাদিকরা সারাক্ষণই অসহায়, নিপিড়ীত, নির্যাতিত মানুষের খবর নেন। তাদের দু:খ কষ্টগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু, কেউ কি খবর নিয়েছেন, কেমন আছেন সাংবাদিকরা? জনগণের কল্যাণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন, এর বিনিময়ে কি পাচ্ছেন? হামলা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, হয়রানিমূলক মামলার শিকার হচ্ছেন।

আমরা রাজধানীতে নিজ বাসায় দূর্বৃত্তদের নারকীয় হত্যাকান্ডের শিকার সাগর রুনির কথা না হয় বাদ দিলাম। তাদেরকে নিয়ে শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোও অনেক কথা বলেছে। এই নির্মম হত্যাকান্ডের বিচার দাবিতে দেশব্যাপী মানববন্ধনসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছেন সাংবাদিকরা। মামলাটি তদন্ত চলছে বছরের পর বছর। তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্য শতাধিকবার সময় নেয়া হয়েছে কিন্তু এখনো অধরা রয়ে গেছে এই হত্যাকান্ডের আসল ঘটনা।

নিশ্চয় মনে আছে, জামালপুরে নিহত সাংবাদিক গোলাম রব্বানি নাদিমের কথা। গত বছরের ১৪ জুন রাত সোয়া ১০টার দিকে একদল সন্ত্রাসীর এলোপাতাড়ি মারধরে মারাত্মক আহত হন এবং পরের দিন ১৫ জুন ময়মনসিংহ মেডিকেল মারা যান।

দুলাল, সাংবাদিক ফারুক হোসেন ও আবরদুল মান্নান। পরে ওই জেলার এডিসি এসে তাদের মুক্ত করেন।

তবে এর মধ্যে সবচেয়ে দু:খজনক ঘটনা ঘটেছে শেরপুরের নকলা উপজেলায়। শেরপুরের নকলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া উম্মুল বানিনের কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করার ঘটনায় এক সাংবাদিককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গত ৫ মার্চ নকলা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী হাকিম মো. শিহাবুল আরিফ তাকে এ দণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। দণ্ড পাওয়া শফিউজ্জামান রানা দৈনিক দেশ রূপান্তরের নকলা উপজেলা সংবাদদাতা।

এর আগে কুড়িগ্রামের নিজ বাড়ি থেকে ঢাকা ট্রিবিউন সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে তুলে নিয়ে একবছরের জেল দেন জেলা প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট।

রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় ডিসি অফিসের দুই-তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট ও বেশ কয়েকজন আনসার সদস্য। তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ১৫-১৬ জন আনসার সদস্য দরজা ভেঙে তার বাড়ির ভেতর ঢুকে আরিফুলকে মারতে থাকে এবং একপর্যায়ে তাকে তুলে নিয়ে যায় সাংবাদিকদের উপর হামলা মালা, নির্যাতন ও হত্যা নতুন কোনো ঘটনা নয়।

অপরাধবিষয়ক যে কোনো সংবাদ, বিশেষ করে যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতাবানরা যুক্ত আছেন, তাদের বিষয়ে অনেক অভিযোগ পেলেও এখন আর সেসব অনুসন্ধানে খুব বেশি উৎসাহ পান না সাংবাদিকরা। কারণ অনুসন্ধান করে রিপোর্ট প্রকাশ করলেও ওই রিপোর্টের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় তাকে ফাঁসানো হতে পারে—এমন ভয়ে থাকেন। অর্থাৎ একধরনের স্বনিয়ন্ত্রণ বা সেলফ সেন্সরশিপ সাংবাদিকদের আঁকড়ে ধরছে। এখন কম ঝুঁকিপূর্ণ বা ঝুঁকিমুক্ত রিপোর্ট করবেন।

বস্তুত ‘সাংবাদিকতা’ করা এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে কঠিন। বিশেষ করে ঢাকার বাইরে। ‘সাংবাদিকতা’ শব্দটিকে বন্ধনীর ভেতরে রাখার কারণ এখানে সাংবাদিকতা বলতে প্রকৃত সাংবাদিকতাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে সাংবাদিকতার মানে দল-মত-আদর্শ ও ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে ফ্যাক্ট অনুসন্ধান করে নির্মোহভাবে সঠিক তথ্য বের করে আনার চেষ্টা। যে সাংবাদিকতায় প্রশংসার চেয়ে প্রশ্ন বেশি। যে

সাংবাদিকতায় প্রশংসা থাকলেও সেখানে যৌক্তিক সমালোচনা, প্রশ্ন ও সংশয় প্রকাশেরও সাহস থাকে। সেই সাংবাদিকতা করা এখন কেন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে কঠিন। কেন কঠিন—তার উত্তর খোঁজার জন্য এই লেখা।

রাষ্ট্রের সাধারণ ও নিরীহ মানুষ কাউকে হত্যা করতে পারে না। হত্যা করতে হিম্মত লাগে। সাহস লাগে। হত্যা করার পরে পার পেয়ে যাওয়ার মতো রাজনৈতিক, সামাজিকও আর্থিক সক্ষমতা লাগে। যে সক্ষমতার কারণেই প্রায় এক যুগেও সাগর-রুনির হত্যাকারীদের ধরা সম্ভব হয়নি। এমনকি কারা তাদের খুন করলো সেটিও অধরা।

মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সাংসদ মকবুল হোসেন দীর্ঘদিন যাবৎ একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। ওই বাড়ির মালিকের অভিযোগ ছিলো এমপি মকবুল হোসেন অনেকটা জোর করে বাড়িট দখলে রেখেছেন। তাকে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। বাড়ির মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে মেহেরপুর প্রতিদিনে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে মকবুল হোসেনের নিকট আত্মীয় পত্রিকাটির প্রকাশক এমএএস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনসহ প্রতিনিধি আলামিন হোসেনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা ঠুকে দেন।
এদিকে সম্প্রতি মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুব চান্দু মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লা মতুর পরিচালিত ক্লিনিকের তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে মেয়র মতুর রোশানলে পড়েন। তার উপর হামলা করা হয়েছে। শুধু হামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মতু তার ক্লিনিকের ম্যানেজারকে বাদী করে সাংবাদিক মাহবুব চান্দুর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে মামলা ঠুকে দেন।

২০১৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষের মধ্যে গুলিতে নিহত হন দৈনিক সমকালের শাহজাদপুর প্রতিনিধি আবদুল হাকিম শিমুল। শোনা যায়, শিমুল দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় অস্ত্র মহড়ার ছবি তোলার সময় পৌর মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা হালিমুল হক মিরুর অস্ত্রহাতে ছবি তুলছিলেন, এতে পৌর মেয়র মিরু রাগে সাংবাদিক শিমুলকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। যেভাবেই হোক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ফলেই এ ঘটনা, এটিই সত্য। সেই খুনের তালিকায় যুক্ত হয়েছে বাংলানিউজটোয়েন্টিফোরের প্রতিনিধি গোলাম রব্বানি নাদিমের নাম।

গত বছরের ১৪ জুন রাত সোয়া ১০টার দিকে একদল সন্ত্রাসীর এলোপাতাড়ি মারধরে তিনি নিহত হন।

কোনো ধরনের সমালোচনামূলক লেখা, অপরাধের অনুসন্ধান করার সাহস না করে। কারণ ডিজিটাল আইনে মামলা দিলে তাতে সাংবাদিকদের হয়রানি ও নাজেহাল করা অনেক সহজ। এর শাস্তিও কঠিন। সাধারণত এই মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে সহজে জামিনও মেলে না। এই আইনটি পাস হওয়ার পরে এ পর্যন্ত সাংবাদিকতার প্রধান শত্রু এখন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন।

একটি অনলাইন পত্রিকার এক তথ্যে জানা গেছে, ২০১৮ সালে এই আইনটি পাস হওয়ার পর ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে ৭ হাজার ১টি মামলা হয়েছে। যেটি জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন খোদ আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নিজেই। আর এসব মামলার বিরাট অংশেরই ভিকটিম হয়েছেন সাংবাদিকরা। এটি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নয়, বরং গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ আইন। ক্ষমতাবানরা গণমাধ্যমকে ‘সাইজ’ করার জন্য এই অস্ত্রটি ব্যবহারেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

সব আমলে সব সরকারই চায় গণমাধ্যম বা সাংবাদিকরা তার পক্ষে থাকবে। প্রশ্ন বাদ দিয়ে শুধু প্রশংসা করবে। (অসমাপ্ত)

লেখক: মেহেরপুর প্রতিদিনের জৌষ্ঠ প্রতিবেদক

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে পত্রিকাটিকে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা রাখতে রাখতে হবে। জেলার শিক্ষা,শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও উন্নয়ন তুলে ধরে পথ্রিকাটিকে গণমানুষের মুখপাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দৈনন্দিন সংবাদের পাশাপাশি অনুসন্ধানমুলক সংবাদ পরিবেশন করে পাঠকের হৃদয়ে ঠায় করে নিতে হবে। জেলার উন্নয়ন অনিয়ম দুর্ণীতি, কৃষি, শিক্ষা সার্বিক বিষয় তুলে আনারও তাগিদ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সপ্তম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে আয়োজিত

আলোচনা সভায় এসব মতামত তুলে ধরেন জেলার বিশিষ্টজনেরা।

গতকাল বুধবার (২৭ মার্চ) মেহেরপুর প্রতিদিনের সভাকক্ষে এই আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান শিল্পপতি এমএএস ইমন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম বলেন, মেহেরপুরের শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচার ধারণ করে মেহেরপুর প্রতিদিন ছয় বছর পার করে আজ ৭ বছরে পা রেখেছে, এই শুভক্ষণে অভিনন্দন শুভেচ্ছা ও জানাচ্ছি। নানাধরণের প্রতিকুলতা পার করে আজ মেহেরপুর প্রতিদিন এখন আলোর পথে পৌছেছে। ইলেক্ট্রিনিক মিডিয়ার যুগে কাগজের চাহিদা কমে গেছে। কিন্তু তার পরেও কাগজের পত্রিকার চাহিদা রয়ে গেছে। আজ যুগের পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সর্বহারাদের সেই যুগ থেকে আলোর পথে এসেছি। যে ছেলেটি রাতে বিছানা থেকে হারিয়ে যেতো সকালে পত্রিকার মাধ্যমে তার লাশের খবর পেতাম। সেই দুর্বিষহ অবস্থা এখন আর নেই। সেখান থেকে আমরা এখন অনেকদুর এগিয়ে এসেছি।

পৃথিবীর বড়বড় দেশগুলোতে এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া একটি যায়গায় পৌছেছে। সেখানে মানুষ কাগুজে পত্রিকা আর পড়তে চাইনা। কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা গেছে কাগুজে পত্রিকা আগের যায়গাই আছে। আমরা যতই পার করিনা কেনো প্রয়োজনীয়তা আমাদের সবকিছু রয়ে গেছে। প্রকাশনার শুরুতে মেহেরপুর প্রতিদিন আমাদের সমাজের দর্পণ হিসেবে এসেছিল। আজকের বাস্তবতায় এই পত্রিকাটি ঠিক সেই যায়গায় আছে। মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা রাখতে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের সমাজে বড় বাধা মাদক, জঙ্গিবাদ ক্যসিনো। তারপরেও এগিয়ে যেতে হবে। সকল প্রকার দূর্ণীতি, অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। মেহেরপুরের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হবে। এছাড়া জেলার সঙ্গীত, নাট্য, যাত্রাসহ নানাদিক তুলে ধরতে হবে, যাতে আগামীতে পত্রিকাটি জেলার মানুষের মনের অভাব দুর করে।

অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এই প্রত্যাশা করছি।

বিশিষ্ট কবি ও প্রাবান্ধিকগাজি রহমান বলেন,মেহেরপুর প্রতিদিন অনেকটাই পরোয়া না করে চলে। মেহেরপুর প্রতিদিন শীরদাঁড়া খাড়া করে চলার প্রবনতা ধরে রেখেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ডোন্ট কেয়ার মনভোব লক্ষ করা যায় পত্রিকাটির মধ্যে।
আমরা কেউ বিদ্যাসাগর বা নজরুল হতে পারবোনা। তবে, তাদের অনুকরণ করতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এমএএস ইমন বলেন,জনগনের মুখপাত্র শ্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় পত্রিকায় পরিণত হয়েছে মেহেরপুর প্রতিদিন। মেহেরপুর প্রতিদিন তিলে তিলে ছয় বছর পার করেই আজকের এই অবস্থানে পৌছেছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার সূতিকার মেহেরপুর জেলার পত্রিকা প্রকাশের পথচলা শুরুটায় ছিল নানা জটিলতা। তিনি বলেন এখন মিডিয়া ইমেজ নাই বললেই চলে। এখন ফেসবুকে পেজ খুলেই সাংবাদিক হয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুরে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সততা ও সাহসিকতার সাথেই মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন হোটেল আটলান্টিকা, অনলাইন জুয়াসহ নানা অসঙ্গতি তুলে ধরায় অনেকে হোঁচট খেয়েছে তারা। মেহেরপুর প্রতিদিন তার স্বকীয়তা বজায় রেখে মেহেরপুরে একটি বিপ্লব ঘটাবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরবে। ভালোবাসা ও পাশে থাকার জন্য জেলার সকল শ্রেনী পেশার মানুষকে অনুরোধ করেন।

সিনিয়র সাংবাদিক রফিক উল আলম বলেন, শুরু থেকে মেহেরপুর প্রতিদিন অত্যন্ত সাহষিকতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। তারা কোনো সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে ঝোল টানাটানি করেনা। পত্রিকাটি আগামীতে দূঢ়তার সাথে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করেন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন অব আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সকল দৈনতা কাটিয়ে আগামীতে স্ব মহিমায় এগিয়ে যাবে।

মেহেরপুরের সিনিয়র সাংবাদিক মহাসিন আলী আর নেই

দৈনিক মাথাভাঙ্গা ও দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি মহসিন আলী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
আজ রবিবার (১৭ মার্চ) ভোরে সেহরি শেষে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি। তার স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে বন্ধু বান্ধব, তার সাংবাদিকতা ও স্কুলের সহকর্মী রয়েছেন। এদিকে মহসিন আলীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন মেহেরপুর প্রেসক্লাব, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব, মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার, সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন ও জেলার সকল সাংবাদিকবৃন্দ। মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু মরহুমের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, আজ রবিবার বিকালে আসর নামাজ পর হোটেল বাজার জামে মসজিদে মরহুমের জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে প্রেসক্লাবের সামনে বিকাল ৪ টার সময় শ্রদ্ধা নিবেদন ও নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।
মেহেরপুর জেলার সিনিয়র সাংবাদিক মহসিন আলীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন।

ঝিনাইদহে বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনের ১৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। রোববার (১০ মার্চ) সকালে প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি বণার্ঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আবার সেখানে গিয়ে শেষ হয়। পরে

প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক কেএম সালেহ’র সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার মোঃ আজিম-উল-আহসান (বিপিএম-সেবা)।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে.এম রশীদুল আলম রশীদ, শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম রাজু, সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতি দত্ত, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, প্রবীন সাংবাদিক বিমল কুমার সাহা, সিনিয়র সাংবাদিক এম সাইফুল মাবুদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রতিদিন ও নিউজটোয়েন্টিফোরের জেলা প্রতিনিধি শেখ রুহুল আমিন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান বলেন, বাংলাদেশ প্রতিদিন একটি আলোকবর্তিকা। যার মাধ্যমে মানুষ, সমাজ ও দেশ আলোকিত হচ্ছে। দেশের এই শীর্ষ দৈনিকটি শুধু সংবাদ পরিবেশন করেই দায়িত্ব শেষ করে না, সমাজ উন্নয়নে নানা ধরনের ভূমিকা রেখে চলেছে। একটি পত্রিকা যে সমাজের সব শ্রেনীর মানুষের নির্ভতার জায়গা হতে পারে, তা বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রমাণ করেছে।

এছাড়া এই পত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। পাঠকনন্দিত এই পত্রিকাটি আগামী দিনে আরো সমৃদ্ধি লাভ করবে বলে আমি প্রত্যাশা করি। আলোচনা সভা শেষে কেক কাটা হয়।

কান্ট্রি এডিটরস ফোরামের নতুন

কমিটি গঠন

দেশের স্বনামধন্য পত্রিকা, টেলিভিশন ও অনলাইন নিউজপোর্টালগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত মফস্বল ডেস্ক ইনচার্জদের নিয়ে গঠিত কান্ট্রি এডিটরস ফোরামের দুই বছর মেয়াদি নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাজধানীর অদূরে আমিন বাজার এলাকার মধুমতি মডেল টাউনের লেকভিউ রিসোর্টে সংগঠনটির ফ্যামিলি ডে ও সাধারণ সভা শেষে এই কমিটি গঠন করা হয়।

আগের কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নাগরিক টেলিভিশনের সাখাওয়াত হোসেনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এর আগে সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন ডেইলি সানের আকতার হোসেন।

সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এনটিভির মনিরা রুমি ও আজকের পত্রিকার সৈয়দ মঈনুল হক। দ্বিতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের আসিফ আহসানুল। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে ঢাকা পোস্টের মাহাবুর আলম সোহাগ ও যুগান্তরের নাঈমুল করীম নাঈমকে। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জাগো নিউজের আনোয়ার হোসেন। এবারও অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রতিদিনের বাংলাদেশের রাকিব খান এবং পুনরায় দফতর সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন মাছরাঙা টেলিভিশনের সজিব সাদিক।

এছাড়া টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ২৪-এর সুমন তালুকদার প্রচার সম্পাদক, আরটিভির রাসেল আহমেদ সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সময় টেলিভিশনের কামাল শাহরিয়ারকে প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে।২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির কার্যকরী সদস্যরা হলেন, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, প্রথম আলোর তুহিন সাইফুল্লাহ, বিপ্লব কুমার পাল (সাবেক একুশে টিভি), ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির নজরুল ইসলাম তমাল, বণিক বার্তার একরামুল ইসলাম বিপ্লব, চ্যানেল ২৪-এর তানিম রহমান, ডিবিসির জান্নাতুন মাওয়া, রাইজিংবিডির জাহাঙ্গীর আলম বকুল ও এখন টিভির সাবিত সারোয়ার।

একইসঙ্গে দুই সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। উপদেষ্টারা হলেন, অনলাইন নিউজপোর্টাল ঢাকাপোস্ট.কম এর সম্পাদক ও যুগান্তরের যুগ্ম সম্পাদক মহিউদ্দিন সরকার ও একাত্তর টেলিভিশনের সহযোগী প্রধান বার্তা সম্পাদক পলাশ আহসান